১৩। সর্বেশ্বরবাদ
(Pantheism) ঃ

স্পিনোজা ছিলেন একজন **সর্বেশ্বরবাদী (Pantheist)**। সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) অনুসারে ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে জগৎ ও জীবের অন্তর্বর্তী (immanent) অর্থাৎ তিনি জগৎ ও জীবের মধ্যেই ব্যাপ্ত থাকেন। জগতের কোন বস্তুই ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বা স্বতন্ত্র ভাবে থাকতে পারে না। ঈশ্বরের সত্তা ও বিশ্বের সত্তা অভিন্ন। Pan-এর অর্থ 'সব' এবং theos-এর অর্থ 'ঈশ্বর'। কাজেই এই মতবাদের মূল বক্তব্য হল এই যে, সবই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সব। অর্থাৎ জগৎ ও ঈশ্বর এক। স্থূল দৃষ্টিতে যা জগৎ বলে প্রতীয়মান হয়, সূক্ষ্ম বা পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর, কারণ তিনি সম্পূর্ণভাবে, জগদ্ব্যাপ্ত। ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন কোন সত্তা জগতের নেই। একমাত্র ঈশ্বরই পরম সত্য বা তত্ত্ব, জগৎ ও জীবের কোন চরম সত্যতা নেই. জগৎ ও জীব আমাদের কল্পিত অবভাস বা ভ্রমদর্শনমাত্র।

স্পিনোজার মতে, ঈশ্বরই একমাত্র পরম দ্রব্য (substance) ; তিনি অসীম ও অনন্ত। ঈশ্বরের অনন্ত গুণ, তাঁর অনন্ত ও অসংখ্য গুণের মধ্যে কেবলমাত্র চেতনা ও ও বিস্তৃতি—এই দুটি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবাত্মা ঈশ্বরের অনন্ত চেতনার প্রকাশ এবং জড় জগৎ তাঁর অনন্ত বিস্তৃতির অবভাস। এই ভাবে জীব ও জগৎ ঈশ্বরের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত ; তাদের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই। জগতের যে বহুত্ব ও পরিবর্তনশীলতা আমরা লক্ষ্য করি তাদের কোন পরম সত্যতা নেই। এক ও অদ্বিতীয়, অপরিবর্তনীয় ঈশ্বরই পরমসত্য। যখন আমরা বলি যে, ঈশ্বর জগতের কারণ, তার অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বর জগতের মধ্যে নিজের স্বরূপকে বস্তুতঃ রূপান্তরিত করেন। স্পিনোজার মতে, ঈশ্বর অপরিণামী ও অপরিবর্তনশীল, তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি কর্তাও নন ভোক্তাও নন। একটি ত্রিভুজ যেমন তার সমগ্র বৈশিষ্ট্যসহ চিরকাল একরূপ থাকে, ঈশ্বরও তেমনই অনন্ত বিকারসহ চিৎ ও অচিৎ-এর আধাররূপে চিরকাল একই রূপে থাকেন। আমরা কেবলমাত্র সসীম জাগতিক দৃষ্টিতেই পরিবর্তন দেখতে পাই। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ অপরিণামী ও পরিবর্তনহীন। জগতের সকল বিষয়ই ঈশ্বর থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়, কাজেই জাগতিক বস্তুনিচয়ের, এমনকি জীবেরও স্বাধীন সত্তা ও অভিনবত্ব নেই।

স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদের গুণ ঃ স্পিনোজার এই মতবাদ ঈশ্বরকে জগৎ ও জীবের অন্তর্স্থিত সত্তারূপে গণ্য করায় মানুষের মধ্যে আত্মাভিমান ও স্বাতন্ত্র্যবোধের কোন অবকাশ থাকে না ; বরং ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ও একাত্মতা বোধের সৃষ্টি হয়। আবার, এই মতবাদে ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতা স্বীকৃত হওয়ায় জাগতিক পদার্থ

সমূহের পারস্পরিক ভেদ ও স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে জগদ্ব্যাপী সার্বিক ঐক্য ও অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সমালোচনা ঃ—(১) স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদ অনুসারে একমাত্র ঈশ্বরের পরমসত্তা রয়েছে এবং জগৎ ও জীবের কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ঈশ্বর যদি জগতের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ ও উপলব্ধি না করেন, তা হলে ঈশ্বরের সত্তা নিছক-শূন্য বা অমূর্ত কল্পনামাত্র। বৈচিত্র্য-বর্জিত ঐক্য অর্থহীন ; বৈচিত্র্যের উপরই ঐক্যের সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি নির্ভরশীল। কাজেই ঐক্যের ন্যায় বৈচিত্র্যও বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। এজন্যে জাগতিক বৈচিত্র্যের প্রকৃত সত্তা অনস্বীকার্য।

(২) স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদ ঈশ্বরকে নিষ্ক্রিয়রূপে গ্রহণ করে বলে জগতের যে নানা পরিবর্তন ঘটছে তা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয় না। প্রকৃতপক্ষে স্পিনোজা কাল ও পরিবর্তনকে অস্বীকার করেন, কিন্তু কাল ও পরিবর্তনকে অস্বীকার করা সম্ভব কি ?

(৩) স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আত্মস্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত হওয়ায় তার নৈতিক ও ধর্মজীবন সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের যদি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি না থাকে, তা হলে তার কোন নৈতিক দায়িত্ব থাকবে না। আবার, ভগবান থেকে ভক্তের কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য না থাকলে তার ধর্মোপাসনা অর্থহীন হয়ে পড়ে।